বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-১১)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

হাজ্জী বকর জাওলানীর নিকট পত্র লিখলেন। পত্রে জাওলানীকে খারেজী এবং বাই'আত ভঙ্গের কারণে হত্যাযোগ্য বলে সতর্ক করেন। বাগদাদীর আনুগত্য মেনে নিতে অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। জাওলানীর নিকট পত্র পৌঁছে নি। কারণ তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। তবে পত্রের বিষয় বস্তু সম্পর্কে জাওলানীকে অবগত করা হয়। তিনি পত্রের কোনো উত্তর দেন নি।
.
হাজ্জী বকর দু'জন প্রতিনিধি পাঠান। তারা নুসরার অবশিষ্ট কমান্ডারদের সাথে ভিন্নভিন্ন ভাবে সাক্ষাৎ করেন। নুসরাকে তারা "খাওয়ারীজ" বলে অভিযুক্ত করেন। প্রতিনিধিরা নুসরার কমান্ডারদের সতর্ক করে বলেন ""নুসরার সকল সম্পদ এখন দাউলাতুল ইরাক & শামের মালিকানাভুক্ত। তাদের সামনে শুধু দু'টি পথ খোলা আছে। হয় তারা বাগদাদীকে বাই'আত দিবে। অথবা নিজেদের সকল অস্ত্র-সস্ত্র দাউলার কাছে জমা দিয়ে জীবন নিয়ে শাম থেকে পালিয়ে যাবে। এছাড়া তৃতীয় কোন পথ তাদের জন্য নেই।""
.
যারা নুসরা থেকে দাউলায় যোগ দিয়েছিলো, হাজ্জী বকর তাদের তলব করলেন। তাদের থেকে অবশিষ্ট নেতাদের ঠিকানা এবং ছবি সংগ্রহ করলেন। যেনো তাদেরকে "টাকা"র বিনিময় ক্রয় করা যায়, অথবা হুমকি-ধোমকি দিয়ে দলে ভিড়ানো যায়।
.
বুন্দার আশ-শা'আলান, একজন আলোচিত ব্যক্তি। আমরা তাকে শুধু 'শাআলান' নামে উল্লেখ করবো। তিনি সৌদি আরবের সাবেক সেনা অফিসার। বাগদাদীর সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিলো। শাআলান ইরাক যুদ্ধে অংশ নিলেও পরবর্তীতে সৌদি ফিরে আসেন। তিনি সৌদি থেকে বাগদাদীকে সবদিক থেকে সাপোর্ট দিতেন। নুসরার মধ্যে যারা সৌদি মুহাজীর ছিলো, তারা শাআলানের কথায় বাগদাদীকে বাই'আত দিয়েছিলো। শাআলান বাগদাদীকে আবু বকর আল-কাহতানীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। কাহতানী নুসরার সৈনিক ছিলেন। প্রতিপক্ষ গ্রুপকে তাকফির করার অপরাধে নুসরা তাকে তিন বার জেলে পুড়ে ছিলো। দাউলা ঘোষণার পূর্বেই তিনি বাগদাদীকে বাই'আত দিয়েছিলেন। তখন বাগদাদী কাহতানীকে আলাদা ভাবে চিন্তেন না।
.
কাহতানী বাগদাদীর কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। নুসরার জেলমুক্ত কাহতানী এখন শামে বাগদাদীর শুরা পরিষদের একজন। অবশিষ্ট নুসরা সদস্যদের দলে ভিড়ানোর জন্য কাহতানী বিশেষ ভুমিকা পালন করেন। তিনি চরম নুসরা বিদ্বেষী ছিলেন। কাহতানীর আলোচনা সামনে আসবে। এবং এক-ই নামে কয়েক জন ব্যক্তির আলোচনা আসবে। বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝার জন্য পাঠককে সচেতন থাকার অনুরোধ করছি।
.
হাজ্জী বকর এবং বাগদাদীর কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, জাওলানী বাগদাদীর ঘোষণাকে মেনে নিবে না। এবং আশঙ্কা হচ্ছে জাওলানী মিডিয়ার মাধ্যমে বাগদাদীর ঘোষণার প্রতিবাদ করবেন।
.
হাজ্জী বকর বাগদাদীকে শামে একটি পুলিশ বাহিনী গঠনের পরামর্শ দেন। তাদের দায়িত্ব হবে দু'টি। এক, নুসরার অস্ত্র ভাণ্ডারগুলো আয়োত্বে আনা। বাধা দিলে-ই হামলা চালানো হবে। এভাবে অস্ত্রমুক্ত করা হলে নুসরা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

.
নুসরার অস্ত্র ভাণ্ডারে অতর্কিত হামলা চালানো হয়। অস্ত্র গুদামগুলো খালি করে দেওয়া হয়। এই আক্রমণে নুসরার প্রায় কয়েক হাজার সৈন্য শহীদ হয়। অস্ত্র ছিনতাইয়ের এই ইতিহাসকে অনেকে "গনিমাহ ফিতনা" বলে থাকে। আইএস-নুসরা যুদ্ধের ইতিহাস অনেকে "গনিমাহ ফিতনা"র পর থেকে শুরু করে থাকেন।
.
দ্বিতীয়, ঘাতক বাহিনী গঠন করা। এরা মূলত গোপন গোয়েন্দা বাহিনী। তারা নুসরার সাথে মিশে থাকবে। নুসরার কমান্ডারদের গতিবিধি লক্ষ করবে। তাদের চলার পথে বা গাড়িতে রিমট কনট্রল বোমা পেতে রাখা হবে। এভাবে একে একে অবশিষ্ট নুসরার কমান্ডারদের হত্যার পরিকল্পনা করেন হাজ্জী বকর।